মনিপুর ও মনিপুরী

শ্রী ললিত মোহন সিংহ

মনিপুর ও মনিপুরী

শ্রী ললিত মোহন সিংহ

Susir Kumar Sinha
Head Master

শ্রীকৃষ্ণ প্রীত্যর্থং পাঠে বিনিয়োগ :-

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত গীতা পাঠ করিতেছি এইরূপ সংকল্প করিবে। অতঃপর মঙ্গলাচরণ ও গীতার ধ্যান পাঠ করিবে। শ্রী ভগবানকে স্মরণ ও প্রণাম করিয়া গীতার মর্মার্থ হৃদয় প্রকম্পে করিবার জন্য একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা পূর্ব্বক গীতা পাঠ আরম্ভ করিতে হয়। গীতা পাঠ করিয়া গীতা মাহাত্ম পাঠ করিবে এবং পাঠান্তে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে-

"ওঁ যদক্ষরয পবিত্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ তদ্ভব্যে পূর্ণং ভক্ষু তৎসর্ব্বং তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর"

শ্রী শ্রী হরি শরণম

অবতারণা –

শ্যামের বাঁশী বাজে একই সুরে। কেহ শুনে রাধা রাধা, আর কেহ শুনে দাদা দাদা, ভাব অনুরূপ অনুভূতি। ভাব অনুরূপ অনুভূতি হইলে ও জ্যামিতি শাস্ত্রে স্বতঃসিদ্ধ নামে এক সংজ্ঞা আছে, তাহা স্বতঃসিদ্ধই ইহাতে যুক্তি তর্কের কোন প্রয়োজন হয় না। এই সংজ্ঞা প্রসিদ্ধ হইলে ও কালের প্রবাহে বিদেশী ভাবধারা আসিয়া মৌলিক ভাবধারা বা শব্দের ছটাকে বেদখল করিয়া থাকে। আধুনিকগণ ইহাকে সভ্যতার বিকাশ বলিয়া থাকেন। আমি কিন্তু ইহাকে মৌলিকত্বের অপমৃত্যু মনে করি। ধরুন লিখিবার যন্ত্রের মৌলিক নাম লেখনী, বর্তমানে বিদেশী শব্দ বাংলাতে প্রবেশ করিয়া লেখনী শব্দকে বেদখল করিয়াছে কলম শব্দে। আবার পোষাক পরিচ্ছদের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় আদি কালের ধুতি পাঞ্জাবী ও লুঙ্গীকে বেদখল করিয়াছে স্যুট পেন্টে। সভা সমিতি বা হাট বাজারে যে স্যুট পেন্ট ব্যবহার করিয়া এবং আধা কাচা ইংরেজীতে চীৎকার করিতে থাকে, তাহাকে না জানি কোন বিশিষ্ট লোক হইতে হইবে মনে করিয়া নীরব ভূমিকা পালন করিয়া থাকে সাধারণ মানুষ। উচ্চ বাচ্যের এমনি প্রভাব। তাহা হইলেও যাহা স্বতঃসিদ্ধ তাহার বিনাশ নাই। সত্যের জয় সর্বত্রই। সত্যের সন্ধানীরা পৃথিবীতে অমর হইয়া রহিয়াছেন সত্যের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া। আসুন, আমরা ও সত্যের সন্ধানে লিপ্ত হইয়া পৃথিবীতে সত্যের প্রতিষ্ঠা করি।

ললিত মোহন সিংহ
অবঃ শিক্ষক (সহকারী)
কমলগঞ্জ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়
মৌলভী বাজার জেলা।

29. 3. 2020

সুধীবৃন্দ,

মহাভারত, ধরণী সংহিতার নারদ জন্মেঞ্জয় সংবাদ মনিপুর পুরাণ, প্রমুখ রচয়িতা, তনুবাবু সিংহ যিনি বৃটিশ আমলে মনিপুরে বাংলা ভাষা প্রচলনে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন, খুমল পুরাণ রচয়িতা নব খেন্দ্র সিংহ, কমলপুরের পন্ডিত প্রবর লালবাবু সিংহ ও বালি গাও নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষীর গোপাল মুখার্জ্জী প্রভৃতি মোক্ষজন ভিন্ন ভিন্ন সময় মনিপুর ও মনিপুরী নামক পুষ্পোদ্যানে তৈয়ারী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সেই পুষ্পোদ্যান গুলির পুষ্পের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ চারিদিক হইতে উড়িয়া চলিতেছে, আমিও সেই ভ্রমর গণের সাথে পুষ্পোদ্যনে গিয়া সুগন্ধি যুক্ত পুষ্প চয়ন ক্রমে মনিপুর ও মনিপুরী নামক মাল্য গ্রন্থন করিতেছি। এই সুগন্ধিময় মাল্যের অধিকারী হইলেন উক্ত মালিকগণ, আমি তাহাদের সেবক মাত্র। প্রয়াত মাইকেল মধুসুদনের মত আমিও সুধী পাঠকবৃন্দের নিকট ভুল ভ্রান্তি থাকিলে তাহা ভুল দোষ গুণ ধর বলিয়া অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। সুধী পাঠকবৃন্দ! এই বহিখানিতে কোন ভুল ভ্রান্তি থাকে তাহা দর্শাইয়া দিলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করিতে সচেষ্ট হইব।

গ্রন্থকার

শ্রী ললিত মোহন সিংহ

মনিপুর ও মনিপুরী

হিন্দু শাস্ত্র মতে বিশ্ব ব্রম্মান্ডে দেবতা, দৈত্য, গন্ধর্ব, কিন্নর, বিদ্যাধর ও মনুষ্য নামে বহু জাতির উল্লেখ আছে। ঐ জাতিগুলির মধ্যে দেবতা স্বর্গে, দৈত্য পাতালে এবং মর্ত্তে মনুষ্য জাতি বসবাস করিতেছে। গন্ধর্ব, কিন্নর ও বিদ্যাধর প্রভৃতি ইন্দ্র দেবের রাজসভায় নর্তন, গায়ন ও বাজনা বাজন করিতেন।

একদা ইন্দ্র সভায় অপ্সরাগণ নর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময় নৃত্যের বাদক চিত্রভানু গন্ধর্বকে নৃত্যতাল ভঙ্গ করেন, তাহা দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র, মনুষ্য জনোচিত ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া চিত্রভানু মর্ত্তের পার্বত্য রাজ্যে রাজত্ব করিবার অভিশাপ দেন। চিত্রভানু গন্ধর্ব অভিশাপ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিলে দেবরাজ দৌহিত্রী দৃষ্টে অভিশাপ মুক্তির আদেশ করেন।

অভিশাপ মতে চিত্রভানু গন্ধর্ব পার্ব্বত্য রাজ্যে রাজত্ব করিতে থাকেন। অতঃপর চিত্রভানু রাজার ঔরসে চিত্রাঙ্গদা নামে এক কন্যা রত্ন জন্ম গ্রহণ করেন।

দ্বাপর যুগের শেষ ভাগে তৃতীয় পান্ডব অর্জ্জুন কোন কারণে সর্তভঙ্গ করায় অপরাধী হন। শ্রী কৃষ্ণের আদেশে সেই অপরাধ মুক্তির জন্য অর্জ্জুন তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা করেন। তিনি পূর্ব দিকে অঙ্গব, বঙ্গব, কলিঙ্গব প্রভৃতি দেশের তীর্থ গুলিতে স্নান করিয়া নাগ রাজ্যে প্রবেশ করেন। তথায় তিনি এক নদীতে স্নান দানাদি তর্পন করিতেছিলেন সেই সময় নাগরাজ্যের কৌরব্য রাজার কন্যা উলুপী অর্জ্জুনের রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া অর্জ্জুনকে নিয়া পিতৃ সদনে উপস্থিত হন, নাগরাজ অর্জ্জুনের বংশ পরিচয় পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া উলুপীকে অর্জ্জুনের সাথে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অর্জ্জুন কিন্তু ব্রম্মচারী বিধায় এ বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তাহা শুনিয়া উলুপী রাজপুত্রের ব্রম্মচর্য্যব্রত রক্ষার চেয়ে অনূঢ়া অভিলাষী কন্যার অভিলাষ পূরণ আরও পূণ্যের হইবে বলিয়া অর্জ্জুকে বিবাহ করিতে বাধ্য করেন। উলুপীর গর্ভে ইলাবন্ত নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর অর্জ্জুন পার্ব্বত্য রাজ্যে (মেখলী) প্রবেশ করেন। সেখানে চিত্রভানু রাজার কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করেন। অর্জ্জুনের ঔরসে চিত্রাঙ্গদার গর্ভে এক ক্ষণজন্মা পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ব্রম্ম বাহন।

(ধরনী সংহিতার চতুর্থ পর্বে নারদ জন্মেজয় সংবাদে কথিত শ্লোক)
মধ্যদেশ মহারণ্য সমন্তেন বিনিমিতং
অপরা মহিমাযুক্তং পূন্যপুঞ্জ সমা শ্রয়ং।
তত্রারণ্যে সমাসী নৌ পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ
বিভ্রান্তৌ তথা তস্মিন ক্রীড়নৌ কাননে হনিশং।
অরণ্য শোভনং দৃষ্টা বিবিধ কুসুমৈ যুতং
শঙ্কর কল্পিত তস্মাৎ অরণ্য নগর স্মৃতং।
পার্ব্বতী মেখলা তত্র বিভ্রাজন্তি সমন্ততঃ
তস্মাৎ দেশতঃ সজ্ঞৌ মেখলী পরিকীর্ত্তিতা।
তয়ো ক্রীড়া সমালোক্য সর্ব্ব দেবা বির্মুষিতাঃ
তত্রারণ্যে মহারণ্যে পুষ্পবৃষ্টি মুহূর্মুহুঃ।
অনন্ত বদনস্তত্র সমাগত্য তদগ্রতঃ
প্রকচয়ন কনিনস্তত্র ননর্ত স যথাসুখং
মনিমালা সমাযুক্তং মনিনাম পরিভ্রজনাৎ
মনিপুর ততঃ খ্যাতং ততৌ নান্যাব্ধি ভারতঃ।

পূণ্যতীর্থ সমালিড়ং নান রত্নবিরাজিতং
গন্ধর্বৈ পরিব্যাপ্তন্তৌ গান নৃত্য কোলাহলং।
তবাদ্য পুরুষ পার্থ স্তীর্থ সংভ্রমণে নৃপঃ,
মনিপুরেশ্বরং ভূপং সুদর্শনৌহভবৎপুরা।
তস্য চিত্রাঙ্গদা নাম্নী দোহিতাং চারুদর্শনাং
দৃষ্টা মুহ্যন পুরে তস্মিন বিচরন্তৌ যদৃচ্ছয়া,
কথয়স্মিন রাজানোমর্জ্জুনং স্ব প্রয়োজনং
তবে তাং দুহিতাং মহ্যৎ দেহি বরাননাঃ।
শ্রুত্বা তৎ বচনং রাজা পৃচ্ছন্তে বংশ সম্মতং
অকথ্য পাণ্ডব কুন্তী পুত্র ধনঞ্জয়ঃ।
চিত্র বাহস্তদা কর্ণং ভ্রহিচ স্ব পরস্পরম।

মনিপুর পুরাণ কাহিনী মতে :-

মনিপুর পর্ব্বত্য রাজ্য। এ রাজ্যে চারিদিক শৈলমালা পরিশোভিত, বিবিধ তরুরাজি বিরাজিত, অগণ্য বিহঙ্গধ্বনি বিমোহিত মধ্যস্থল লকটাগ হ্রদালকৃত উমা ও শিব রক্ষিত।

ভক্তবৎসল শ্রী ভগবান রসিক ভক্তের হিতার্থে ব্রম্মধামে নিত্যসিদ্ধা ও সাধন সিদ্ধ ব্রজ বনিতা নিয়া রাম লীলা যখন করিতেন তখন উমা ও শিব রাম মন্ডলের দ্বারী ছিলেন। উমা রামের কর্ণ রসায়ন গীতি ও নর্তন ধ্বনী শুনিয়া আনন্দিত হইলেন কিন্তু ঐশ্বর্য্যময়ী হেতু চাক্ষুষ রামনৃত্য দর্শন করিতে পারেন নাই। তাই তিনি নিজে ঐ রূপ রামলীলা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রামকেলী স্থান নির্ধারণ করিলেন পার্ব্বত্য রাজ্যে।

অতঃপর শিব কৈলাশ পর্বত হইতে যাত্রা করতঃ পার্ব্বত্য রাজ্যের পূর্বাংশ স্থিত নীলকন্ঠ নামক পর্ব্বতে বিশ্রাম করেন। দেখেন রাজ্যের মধ্যমনি লগটাক জলসিক্ত কর্দমময় স্থান। ঐ স্থান শুষ্ক ক্রমে নর্তন যোগ্য করার মানসে শিব শ্রী কৃষ্ণের স্তব স্তুতি করেন। ভক্তবৎসল শ্রী ভগবান উমা ও শিবের বাসনা পূরণের জন্য ইচ্ছাশক্তি বলে শুষ্ক করিলেন। ইহা দেখিয়া শিব আনন্দিত হইয়া তান্ডব নৃত্য আরম্ভ করিলেন। শিবের তান্ডব নৃত্যে উচ্চ পর্ব্বত শিখর চুর্নিত হইয়া সমতল ভূমিতে পরিণত হইল। অতঃপর উমা ও শিব সাত দিন সাত রাত্র রাম নৃত্য করিতে থাকেন। দিবাভাগে সূর্য্য কিরণে রাম কেলী হইত কিন্তু রাত্রে রামকেলীর অসুবিধা হইত। তখন শিব পাতালস্থ নাগরাজকে ধ্যানবলে আহবান করেন। শিবের আহবানে নাগরাজ সুড়ঙ্গ পথে আসিয়া রামকেলী স্থান সহস্র মণি দ্বারা আলোকিত করিয়া তুলেন। মণি দ্বারা আলোকিত স্থান বলিয়া সেই পার্ব্বত্য রাজ্যের নাম মনিপুর নামে আখ্যায়িত হইল। প্রকাশ থাকে যে নাগরাজের আগমনের সুড়ঙ্গ অদ্যাবধি কব্রু পর্ব্বতের পাদদেশে বিরাজিত। মনিপুরের আদি নাম পার্ব্বত্য রাজ্য, তাহার পর মেখলী, ইদানিং মনিপুর নামে পরিচিত হয়।

বিষ্ণুপুর নামের উৎপত্তি (মহাভারত মতে) দ্বাপর যুগের শেষ ভাগে হস্তিনা রাজ্যে বিচিত্রবীর্য নামে এক রাজা ছিলেন। তাহার দুই পুত্রের মধ্যে জ্যৈষ্ঠ পুত্র ধৃত রাষ্ট্র জম্মান্ধ বিধায় কনিষ্ঠ পুত্র পান্ডু বিচিত্র বীর্যের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহন করেন। রাজা পান্ডুর মৃত্যুর পর তাহার জৈষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠির সিংহাসনের দাবী করেন। কিন্তু ধৃত রাষ্ট্রের পুত্রগণ দাবী করেন যে রাজার জৈষ্ঠ পুত্রই

সিংহাসনের অধিকারী। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বিধায় প্রতিনিধি হিসাবে পান্ডু রাজা হন। প্রতিনিধির পুত্র কখনও সিংহাসনের অধিকারী হইতে পারেন না। পান্ডুরাজার পুত্রগণ পান্ডব এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ কৌরব নামে পরিচিত। এইরূপ ভাবে কৌরব ও পান্ডবদের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। রাজ অমাত্য ভীস্ম দেব, দ্রুণাচার্য্য গুরু ও বিদুর রাজ্যকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া বিরোধের মিমাংসা করেন। এই দুই ভাগের মধ্যে হস্তিনা কৌবরের রাজ্য এবং ইন্দ্র প্রস্থ পান্ডবদের রাজ্য। পান্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে ইন্দ্র প্রস্থ রাজ্য ধনে জনে ও ঐশ্বর্য্যে অমরাবতী তুল্য হইল। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেন। তিনি জরাসন্ধ রাজাকে হত্যা করিয়া তাহার ৮৬ জন বন্ধীকে উদ্ধার করিয়া নিজে রাজসূয় যজ্ঞ করার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি নিজ ভ্রতৃগণকে দিগ্বীজয়ে পাঠাইয়া বহু দেশ হইতে মনি মাণিক্য আনিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করেন। এমনি ভাবে যুধিষ্ঠির রাজ চক্রবর্তী উপাধী ধারণের যোগ্য হইলেন।

পান্ডবদের এহেন উন্নতিতে ঈর্ষ্যন্বিত হইয়া ধার্ত রাষ্ট্রগণ পান্ডবগণকে হত্যা করার চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত কপট পাশা খেলিয়া ধার্ত রাষ্ট্রগণ পান্ডপুত্রগণকে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর রাজ্য দেওয়া হইবে বলিয়া পান্ডবগণকে বনবাসে প্রেরণ করেন। পান্ডগণ তের বৎসর পরে বনবাস অন্তে নিজ রাজ্য দিবার জন্য বলিলে ধৃতরাষ্ট্রগণ বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র মেদিনী দিতে রাজী হইলেন না। শেষ পর্যন্ত রাজ্যের জন্য কুরুক্ষেত্রে কৌরব পান্ডবদের যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে রাখিয়া নরনারায়ন অর্জুনের হাতে মরিবার আশায় ভীস্মদেব ও দ্রোণাচার্য্য গুরু কৌরব দলে যোগদান করেন। এই যুদ্ধে কৌরব ও পান্ডবদের বংশধর কেহই রহিলেন না। শেষ পর্যন্ত পান্ডবগণ জয়ী হইলেও পান্ডবদের মনে শান্তি ছিল না। সামান্য এক রাজ্যের কারণে জ্ঞাতিবর্গ হর্তা করা হইল বলিয়া।

পান্ডবগণ অনিত্য মর্ত্ত্য ধামে দেহত্যাগ না করিয়া স্বর্গারোহণের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কিন্তু এতবড় রাজ্য কাহার হাতে দিয়া যাইবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত মনিপুরের ব্রম্মবাহনের নাম মনে হইল। অর্জ্জুন পুত্রিকা বিধান মতে পুত্রের দাবী মাতা চিত্রাঙ্গদার নিকট দিয়া আসিয়াছিলেন, তাই কুরুক্ষে যুদ্ধে ব্রম্মবাহনকে আহবান করা হয় নাই।

রাজা যুধিষ্ঠির নিরূপায় হইয়া লোক পাঠাইয়া ব্রম্মবাহনকে হস্তিনায় আনাইলেন। ব্রম্মবাহন হস্তিনায় আসিয়া তাহার পূর্বপুরুষের রাজ্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন বটে কিন্তু বিধবা অবলাগণের ক্রন্দনে তাহার মর্মস্থল বিদীর্ণ হইল। কতকদিন অবস্থানের পর ব্রম্মবাহন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট নতজানু হইয়া তাহাকে হস্তিনায় আনয়নের কারণ জানিতে চাহিলে, যুধিষ্ঠির হস্তিনার রাজ্যের ভার তাহার হাতে দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন ব্রম্মবাহন জানাইলেন তাহা যদি হয় তাহা হইলে পিতার অঙ্গীকার ভঙ্গ হইবে, তদুপরি মাতা চিত্রাঙ্গদা অসম্মতি জানাইতে পারেন। অতএব রাজ্যের ভার অর্জ্জুনের নাবালক পুত্র পুরীক্ষিতের নিকট দিবার ব্যবস্থা করেন।

অতঃপর ব্রম্মবাহন মনিপুর প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইলে রাজা যুধিষ্ঠির নিজ ধনভান্ডার খুলিয়া দিয়া যত ইচ্ছা মনি মানিক্য নিতে বলিলেন। ব্রম্মবাহন ধনভান্ডার দেখিয়া বলিলেন মনিপুর রাজ্যে ইহার চেয়ে অনেক মূল্যবান মনি মানিক্য আছে। যদি দিতে হয় তাহা হইলে তাহার পূজিত বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখাইয়া বলিলেন "এই বিষ্ণুমূর্ত্তি মনিপুরে নিয়া পূজা করিব"। যুধিষ্ঠির মহারাজ চিন্তা করিলেন তাহার ইষ্টদেব তাহারই বংশধর দ্বারা পূজিত হইবে। মহারাজ যুধিষ্ঠির নিশ্চিন্ত মনে বিষ্ণুমূর্ত্তি ব্রম্মবাহনের নিকট সমর্পণ করিলেন এবং পূজার ব্রাহ্মণ ও দিলেন। ব্রম্মবাহন বিষ্ণুমূর্ত্তি নিয়া

মনিপুর প্রস্থান করিলে অনেক বিষ্ণু ভক্ত, বিষ্ণুবিহীন স্থানে থাকিব না বলিয়া ব্রম্মবাহনের সঙ্গে মনিপুরে প্রস্থান করিলেন। ব্রম্মবাহন বিষ্ণুমুর্ত্তিটি মনিপুরে নিয়া এক মন্দির তৈয়ার করিয়া পূজা করার ব্যবস্থা করেন। তিনি যে মন্দির তৈয়ার করেন তাহার নাম বিষ্ণুমন্দির এবং যে স্থানে বিষ্ণুমন্দির তৈয়ার করা হইয়াছিল তাহার নাম "বিষ্ণুপুর"। আর যে সব ভক্ত হস্তিনা হইতে গিয়াছিলেন তাহাদিগকে বিষ্ণুপুরে বসবাসের ব্যবস্থা করা হইল। ইহারাই আদি বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী। ইহারা তাহাদের নামের সঙ্গে সিংহ লিখিতেন। আর্য্যের যেমন যশোবন্ত সিংহ, রনজিৎ সিংহ, মান সিংহ প্রভৃতি নামের পিছনে সিংহ লিখিতেন, সেই মতে বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীরাও নামের সঙ্গে সিংহ লিখিয়া আসিতেছেন।

ব্রম্মবাহনের পরবর্তী রাজগনের নাম (কুমল পুরাণ মতে)

ব্রম্মবাহন স্ত্রী সাবিত্রী
দাও মনি ,, যুথেশ্বরী
আতিয়াগুরু ,, পাম্বইবী

(১) সেনা মাহী (২) মাঙাং (মঙ্গল) (৩) লোয়াং (লাবণ্য) (৪) আঙম (আনন্দ) মৈরাং (মদন) (৫) কষ্ঠক কনসিল (কামেশ্বর)

সেনা মাহী দেবতা স্বরূপ হইয়া ঘরেঘরে পূজিত। অবশিষ্ট পঞ্চজন পঞ্চ বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী নামে পরিচিত। লাবণ্য বংশহীন বিধায় ধনপতি-বাকৈরেং খুলাকপা নিয়া পঞ্চ বিষ্ণুপ্রিয়া হইয়াছে।

ধনপতি ব্যয়াগ্র গোত্র। অবশিষ্ট চারিজন মদগল্য গোত্রীয়, পরীক্ষিৎ মহারাজের ভাগবৎ পাঠের সপ্তম দিবসে নারদ মুনির আদেশে ব্যাসদের বদরিকা হইতে আসিয়া পঞ্চভ্রাতার পঞ্চরাণীর গুণ ও গ্রাম মতে গোত্রান্তর করেন।

(১) মাঙাং (মঙ্গল)
(২) লোয়াং (লাবণ্য) কাশ্যপ গোত্র
(৩) আঙম (আনন্দ) ভরদ্বাজ গোত্র
(৪) মৈরাং (মৈদন) আত্রায় গোত্র
(৫) কষ্ঠক কন্সিল (কামেশ্বর) মদগল্য গোত্র
(৬) ধনপতি (কৈরেং খোলাকপা) ব্যয়াগ্র গোত্র কষ্ঠক কনসিল বংশহীন

ক্ষুমলগুরু

মধুদেব এর তিন পুত্র ১। চাউবা ২। যায়মা ৩। তোল

তোল জেষ্ঠ ভ্রাতা চাউবাকে হত্যা করিয়া রাজা হন। চাউবা বংশহীন।

(১) পারিজাত খামনু ও খাম্বার পিতামহ
(২) পুনসিয়া (মৈরাং এ পলাতক)
(৩) খামুন ও খাম্বা
(৪) তোল
(৫) তন্দলা (ত্রৈম্বক)
(৬) পোহাই লাম্বা (পবন দেব)

(৭) চিংখং খাম্বা (চিত্র দেব)
(৮) তং চাম্বা (তনুদেব)
(৯) ইয়েন থিনবী থাম্বা (ইন্দ্রদেব)
(১০) হানুয়া রাম্বা (হরিসচন্দ্র দেব)
(১১) লংতাম্বা (লক্ষদেব)
(১২) বান্দা (মধুদেব)
(১৩) লাইসাম্বা (লবঙ্গদেব)
(১৪) কাখেলাম্বা (কামেশ্বর)
(১৫) হাং পুহালবা (থৈবা)
(১৬) অনুরম্বা (অনুযাম দেব)
(১৭) চৌয়াং বা (চতুরঙ্গ দেব)
(১৮) চৌয়াং বা (চন্দ্র দেব)
(১৯) চিয়াং বা (চন্দ্রানন)
(২০) ছত্রজিৎ (ছত্রধর)
(২১) ছিয়াং তং (শ্যামসুন্দর)
(২২) ক্ষুমল তৌমু (তাম্রধ্বজ)
(২৩) ক্ষুমল আতল (নীল ধ্বজ)

অদৃষ্টের পরিহাস, বিদিত আছে "ঘরের শত্রু বিভীষণ" কবির ভাষায় "ম্যারাথন থার্মপলী হয়েছে শ্মশান স্থলী, গিরীশ আধারে আজ গোইছে রাতি"।

ক্ষুমল তৌমুর সহিত ক্ষমল আতলের বিরোধ বাধে। ক্ষুমল আতল ক্ষুমল রাজ্য হইতে পালাইয়া গিয়া জৈষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করিবার মানসে পাহাড়ে আত্মগোপন করিয়া থাকেন। সেখানে তিনি এক পাহাড়ী মেয়ে বিবাহ করিয়া এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। তাহার নাম হাউবা। পাহাড়ী মেয়ের ছেলে বলিয়া হাউবা নাম রাখা হইয়াছে। (পাহাড়ী দিগকে হাউ বলে।)

অনেক চিন্তার পর ক্ষুমল আতল মনিপুরের উত্তর পশ্চিমাংশে পরিতন নামক স্থানে গিয়া পার্ব্বত্য নাগা, বার্মিজ ও তিব্বতীয় উগ্র পন্থী দলপতিদের সাথে মিলিত হইয়া ক্ষুমল রাজ্য আক্রমণের প্রস্তাব করেন। উক্ত উগ্র দলপতিগণ ক্ষুমল আতলের বংশ পরিচয় পাইয়া তাহার প্রস্তাবে রাজী হইলেন। উক্ত নাগা, বার্মিজ, তিব্বত ও অন্যান্য দলের সমষ্টিকে খোয়াইবলে। আমার মনে হয় উক্ত খোয়াই শব্দ হইতে খায় শব্দের উৎপত্তি। ইহারা প্রকৃত মনিপুরী নয় বলিয়া মৈতৈ বলা হয়। মি আতেই হইতে মৈতৈ শব্দের উৎপত্তি। বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীরা খায়াদিগকে কোন সময়েই মৈতৈ বলেন না। বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীরা সবসময়ই খায় মাটি, খায় সাক্তা, খায় ডাকুলা, খায়র গাং বলিয়া থাকেন।

উক্ত উগ্র দলপতিগণের মধ্যে পাম হেইবা প্রধান ছিলেন। তাহার প্রকৃত নাম চৌরাই লাম্বা। তিনি পাম অর্থাৎ জুম খেতে পারদর্শী ছিলেন বলিয়া পাম হেইবা বলা হইত।

সেই সময় মৈরাং ও ক্ষুমলদের মধ্যে ভীষণ মনোমালিন্য ছিল। ক্ষুমল আতল আত্মগোপন করিয়া ক্ষুমল রাজ্যে গমন করিয়া আত্ম সমর্থক গণকে হাতে করিয়া ক্ষুমল রাজ্য আক্রমণ করেন। প্রথমে দুই দুই বার ব্যর্থ হন। শেষ বারে যুদ্ধ জয়ের পন্থাগুলি উগ্র দলপতিদিগকে দেখাইয়া দিলেন। সে মতে যুদ্ধ করিয়া ক্ষুমল তৌমুকে হত্যা করিয়া পাম হেইবা ক্ষুমল রাজ্যে প্রবেশ করেন। পাম

হেইবা খুব চতুর লোক ছিলেন। তিনি পূর্ব শর্ত মতে ক্ষুমল আতলকে সিংহাসনে বসান কিন্তু সমস্ত ক্ষমতা নিজ হাতে রাখেন। ক্ষুমল তৌমুর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র সৈমু রাজা হন। ক্ষুমল তৌমুর দুই পুত্র ছিলেন। ক্ষুমল দামু ও ক্ষুমল সামুরক। যুদ্ধের সময় দামু ও সামুরক মৈরাং রাজ্যে পলাতক অবস্থায় ছিলেন। সামুরক এবং পুত্র মৈমু আবার ক্ষুমল রাজ্যে রাজা ছিলেন খায়া রাজার সামন্ত হিসাবে। ক্ষুমল আতলের দুই পুত্র হাওবা ও ঙাংবা।

পাম হেইবা ক্রমে ক্রমে ক্ষমতা অর্জন করিতে থাকেন। তাহার মনে এক আতংক ছিল ক্ষুমল ও মৈরাং রাজ্যের মনিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়াগণ একত্রিত হইয়া তাহাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিতে পারেন। তাই তিনি মুসলমান দিগকে তাহার রাজ্যে নানা সুযোগ সুবিধা দিতে থাকেন। মুসলমানেরা সেইসব সুযোগ সুবিধা পাইয়া পাম হেইবাকে গরীব নোয়াজ বা গর্বীন নোয়াজ উপাধী দান করেন। গর্বীন নোয়াজ পারসী শব্দ।

ইহা হইতে মনে হয় মনিপুরে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয় খায়া রাজ্য মনিপুরে প্রতিষ্ঠিত হইবার পুর্বে। পাম হেইবা মনিপুরী মুসলমানদের সহায়তায় শক্তিশালী হইয়া ক্ষুমল ও মৈরাং রাজ্যে প্রবেশ করিয়া মনিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়াদের পুস্তকাদি খোঁজ করিয়া জালাইয়া দেন। এবং প্রধান প্রধান বিষ্ণুপ্রিয়াদিগকে হত্যা করেন। রাজ ক্ষমতার বলে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াদিগকে বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা লুপ্ত করিবার বিভিন্ন পন্থা বাহির করেন, যাহারা বিষ্ণুপ্রয়া ভাষায় আলাপ আলোচনা করিত গুপ্তচর পাঠাইয়া তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া শাস্তি দিতেন। তাহা হইলেও বিষ্ণুপ্রিয়ারা নিজ নিজ বাড়ীতে বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষায় আলাপাদি করিতেন।

মনিপুরে খায়াদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত বিষ্ণুপ্রিয়ারা দেব ভাষায় আলাপ আলোচনা ও পূজার্চনা করিতেন। দেবভাষা বলিতে দিব্য যে ভাষা তাহাকে বুঝায়। এই ভাষাতে অন্য কোন শব্দ প্রবেশ করিতে পারে না। আমার জানা মতে সংস্কৃত ও আরবী দুই ভাষাই দিব্য ভাষা। হিন্দুদের বেদ ও পুরাণ এবং মুসলমানদের কোরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ দিব্য ভাষাতে লিখিত।

ক্ষুমল রাজ্য লুপ্তির পর মনিপুরে মাঙাং, লোয়াং, ক্ষুমল, মৈরাং ও আঙোম নামে পঞ্চ গোত্র ছিল।

পাম হেইবা মনিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়াদের সাহচার্যে আসিয়া পার্ব্বত্য আচার আচরণ ত্যাগ করিয়া নিজ জাতিকে গড়িয়া তুলিতে যত্নবান হন। তিনি নিজে হাটুর নীচে কাপড় পরিধান করিতে এবং মাথায় পাগড়ী বাধিয়া সাধারণ মানুষ হইতে রাজার পৃথক পোষাক পরিধান করিতে লাগিলেন। সেই সময় কান্য কুব্জ হইতে শান্ত দাস বাবাজী মনিপুরে ধর্ম প্রচারের জন্য আসেন। রাজা পাম হেইবা নিজে ও তাহার দলবলকে শান্ত দাস বাবাজীর নিকট ধর্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শান্ত দাস বাবাজী খায়াদিগকে প্রায়চিত্তের জন্য নংথ্রাং নামক পুকুরে ডুব দিয়া অদ্য হইতে আমাদের খাদ্যাখাদ্য ও আচার আচরণ ত্যাগ করিয়া পবিত্র জীবন যাপন করিব বলিয়া সংকল্প করিতে বলিলেন। খায়ারা অনুরূপ ভাবে সংকল্প করিয়া নংথ্রাং পুকুরে ডুব দিলে পর শান্ত দাস বাবাজী খায়াদিগকে রাম মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। ইহার পর রামগোপাল বৈরাগ্য ঠাকুর মনিপুরে আগমন করিলে তাহার নিকট হইতে বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। রামগোপাল বৈরাগ্য ঠাকুর বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীদিগকে ওই পুকুরে ডুব দিতে বলিলে বিষ্ণুপ্রিয়ারা তাহাদের পূজিত বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখাইয়া বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করেন। ভাগ্যচন্দ্র মহারাজার রাজত্ব কালে খায়ারা বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হয়। কোন কোন মতে খায়ারা প্রেমানন্দ ঠাকুরের নিকট হইতে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হয়।

খায়ারা বিষ্ণুপুর ও মনিপুর নামক স্থানদ্বয়ের নামকরণের পক্ষে কোন যুক্তি দেখাইতে পারেন না। তাহারা গায়ের জোরে, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার পর নামকরণ হইয়াছে বলিয়া থাকেন। কোন স্থানের নাম রাখিতে হইলে তাহার উৎপত্তিগত কারণ দর্শাইতে হয়।

ধনপতি ও যুগল হরির মনিপুর আগমন :-

বহু পূর্বে আনুমানিক বিক্রমাদিত্য রাজার আমলে জন্মেনজয় বংশের পরম্পরাগত বংশধর ও ৮৪ নং স্থানীয় রঙ্গ কলাপ রাজার দ্বিতীয় পুত্র খেমক রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৮৬ নং রঙ্গ কলাপ ৪৫০ খৃঃ পূর্বে অর্থাৎ বর্তমান সময় হইতে প্রা দুই হাজার বৎসর পূর্বে ১১১ নং চন্দ্র শেখর, ১১২ নং রঙ্গবতী দেবী (চন্দ্র শেখরের স্ত্রী) নাবাল পুত্র মল্ল রাজার প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। রঙ্গবতীর নাম অনুসারে রাঙ্গামাটি নামের উৎপত্তি। ১২৫ নং স্বর্ণপতি রাঙ্গামাটির শেষ রাজা। স্বর্ণপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ধনপতি যুবরাজ।

রাঙ্গামাটির শেষান্ত রাজা স্বর্ণপতি হোথায় গিয়াছেন বলিতে পারা যায় নাই। জনশ্রুতি মতে তিনি চট্টগ্রামে লুক্কায়িত ছিলেন। অতঃপর স্বর্ণপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধনপতি যুবরাজ রাঙ্গামাটির রাজা হইলেন।

জনশ্রুতি মতে ধনপুত যুবরাজ ত্রিপুরার রাজকন্যা লীলাবতীকে বিবাহ করেন। ধনপতি রাজার রাজত্বকালে আরাকানী মগ বারবার রাঙ্গামাটিতে আসিয়া লুণ্ঠন করিয়া ধন রত্ন নিয়া যাইত। রাঙ্গামাটির লোকেরা মগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বৃক্ষের আড়ালে থাকিয়া তীর নিক্ষেপ করিয়া আত্মরক্ষা করিত। এমনই ভাবে বারবার মগের আক্রমণে অতিষ্ঠ হইয়া ধনপতি দেশত্যাগ করেন। তাহার সঙ্গে ১১২ টি পরিবার ছিল।

যুধিষ্ঠির মহারাজের স্বর্গারোহণের সময় ঘটোৎকচের পুত্র মেঘবর্ণকে চিটাগাং রাজ্যের রাজা করেন। যুবরাজ ধনপতি মেঘবর্ণ রাজার বংশধর যুগল হরিকে সঙ্গে নিয়া কাছার জেলার কালাবিল হইয়া মনিপুরের নিকটস্থ ধ্যানচিং পাহাড়ে আশ্রয় নিয়াছিলেন। তখন তিনি গুপ্তচর পাঠাইয়া খবরাখবর নিয়া মৈরাং রাজ্যে উপনীত হইলেন। সেখানে তিনি হরিসিংহের আশ্রয়ে ছিলেন। ধনপতি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া মনিপুরে গিয়াছিলেন বলিয়া তাহাকে কৈরেন খুলাকপা বলে। ধনপতি ১১২ টি পরিবার নিয়া মনিপুরে গিয়াছিলেন। ১৭২২ খৃঃ মৈরাং রাজা হরি, ধনপতি ও তাহার দলের লোক দেখিয়া সুখী হইয়া তাহার বংশ পরিচয় জানিতে চাহিলেন। তখন তিনি সংক্ষিপ্ত ভাবে নিজ পরিচয় প্রকাশ করেন।

"যজু বৈদেশ্চ তত্র বেদা অগ্নিয়াদিত্য পঞ্চজিহ্বা রুদ্রদেবা বৈয়াগ্র পদ্য গোত্র সংস্কৃতি প্রবরস্ব" বলিয়া পরিচয় দিলেন। মৈরাং রাজ ধনপতির বংশ পরিচয় এবং তাহার শারিরীক গঠন ও কথাবার্তা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া নিজ কন্যা শ্রীমতি কমসেনুকে ধনপতির সহিত বিবাহ দিলেন।

মৈরাং রাজ হরিসিংহ জামাতা ধনপতি সিংহকে নিয়া মনিপুরেশ্বর মৈমু রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাজা মৈমু ধনপতির বংশপরিচয় মৈমু রাজার নিকট হইতে জানিতে পারিলেন। তিনি "হস্তিনার কুল চুড়ামনি মহারাজা যুধিষ্ঠিরের তৃতীয় ভ্রাতা অর্জ্জুন, তৎপুত্র অভিমন্যু, তৎপুত্র জন্মেঞ্জয়, তৎপুত্র সন্তানিক (শঙ্কু) প্রভৃতি কুলপরম্পরা গণ হস্তিনার রাজা ছিলেন। তাহাদের অধঃস্তন ১২৫ নং ধনপতি বৈয়াগ্র গোত্র পঞ্চপ্রবর। রাঙ্গামাটি নিজ রাজ্যে মগদের আক্রমণে অতিষ্ঠ হইয়া সুখে শান্তিতে বসবাসের আশায় মনিপুরে (নিজ বংশের সহিত) ১১২ টি পরিবার নিয়া আসিয়াছি, আমার সর্বস্ব

আপনার নিকট সমর্পন করিলাম বলিয়া স্বর্ণ নির্মিত বাসনপত্র ও তাহার রাজ আভরণ মৈমু রাজার নিকট সমর্পণ করিলেন।

মৈমু রাজা ধনপতির বংশপরিচয় পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন বটে কিন্তু বাহিরে তাহা প্রকাশ না করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা মৈমুর তাহার সঙ্গী ব্রাম্মণের পরিচয় জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন এই ব্রাম্মণ রাঙ্গামাটিতে তীরবিদ্যা বিশারদ ছিলেন। সেই সময় কিছু দূরে এক বায়স পক্ষী কা কা রব করিতেছিল। মৈমু রাজা ঐ ব্রাম্মণকে সেই বায়স পক্ষী তীরবিদ্ধ করিতে বলিলে ব্রাম্মণ তৎক্ষণাৎ শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিয়া রাজার সম্মুখে সেই বায়স পক্ষীটি নিপতিত করিলেন। এহেন অপরূপ বিদ্যা দেখিয়া মৈমুরাজ ঐ ব্রাম্মণকে তেল হেইবা আখ্যা দান করিলেন। তেল হেইবা হইতে তেলৈভ্যাস ব্রাম্মণ। ব্রাম্মণ হইয়া জীব হত্যার দরুণ ৫২ প্রকার ব্রাম্মণের মধ্যে তেলৈভ্যাস নাম নাই মনে হয়।

মৈমু রাজার রাজত্বকাল পর্যন্ত মনিপুরে ধান্য বপন প্রণালী প্রচলিত ছিল। মৈমুরাজ ধনপতি ও তাহার সঙ্গীদিগকে কিছু ভূমির ধানী ফসল ফলাইবার জন্য দিয়াছিলেন। ধনপতির লোকজন নিজদেশ প্রচলিত নিয়ম মতে জমির আল বাধিয়া ধানের চারা (হালি) তুলিয়া জমি রোপন করেন। ঐ বৎসর প্রচন্ড খরায় রোপিত ধান লাল হইয়া পড়িয়াছিল। মৈমু রাজার চরেরা ধনপতির রোপিত ধানের অবস্থা দেখিয়া ধনপতিকে দোষারোপ করিতে লাগিলেন। ধনপতি যুবরাজ কিছুদিন অপেক্ষা করার অনুরোধ জানাইলেন। অতঃপর ধনপতি নিরূপায় হইয়া দলের রমণীগণকে বৃষ্টির জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিতে আদেশ করেন। রমণীগণ অর্ধরাত্রে দুই হাত তুলিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া নিম্নলিখিত গান গাহিতে লাগিলেন :-

"সরারাতে রাজার বরণ ঢালে দে,
ক্ষুমলর মাটী হুকেইলো, লেইপাক পুঙৌ করল,
হায় হো, দ্যৌ রাজার বরণ ঢালে দে"
লেইপাকে সারা মাখোমে খইমুয়ে জাঙাল দিলো।
ক্ষুমলের মাটী হুকেইল বরণ ঢালে দে বৌরাজা
.... উঠানর আগর বৈকুরীজার দরতৌ না দরের,
ইমাই দিল ধনুক খান সিরতেউ না সিরের।
অ বুয়ালর মুরগো খেইবে হাদায়
নিঙলর দোষে মইলেগো ডেইনা,
দ্যৌ রাজার বরণ ঢালে দে (সংক্ষিপ্ত)

অতঃপর রমণীগণ স্নান করিয়া উঠতে না উঠতেই প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হইল। (বর্তমানকালে খরার সময় বিষ্ণুপ্রিয়া রমণীগণ উক্ত গান গাহিয়া থাকেন)

ঘনবৃষ্টি পাইয়া রোপিত ধানী জমি শ্যামল বর্ণ ধারণ করিল। ঐ বৎসর পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী ধান উৎপাদিত হইয়াছিল। এমনই ভারে মৈরাং ও ক্ষুমল রাজ্যে ধনপতি ও তাহার দলের সম্মান অনেক বাড়িতে লাগিল। ক্ষুমল রাজ মৈমু ধনপতির রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া নিজ ভগ্নী লেইমা তম্বীকে ধনপতির সহিত বিবাহ দিলেন।

ধনপতি যুবরাজের মনিপুর গমনের পর হইতে পূর্ব ও পশ্চিমের সভ্যতা মিলিয়া মনিপুরে বিষ্ণুপ্রিয়া সভ্যতা গড়িয়া ওঠে। অতঃপর সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাংলা শব্দ মিলিয়া বর্তমান বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী ভাষা স্বকীয় আভিজাত্য বজায় রাখিয়াছে ক্রিয়াপদ দ্বারা। যেমন কাম কর (কৃ ধাতু হইতে) পানি পি (পা ধাতু হইতে) দ্যৌ দেখ (দৃশ ধাতু হইতে) ইত্যাদি।

বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী ভাষা এক জ্যান্ত ভাষা। বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী ভাষা দৈব ভাষা হইলেও অন্য শব্দ প্রবেশ করায় দেব ভাষা হইতে পৃথক হইল।

পাম হেইবা রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে ও রাজ ক্ষমতার ফলে বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীরা খায়া আচার আচরণ গ্রহণ করিতে থাকে। এমনই ভাবে থাকতে থাকতে অনেক বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী খায়া সমাজভুক্ত হন এবং খায়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া বিবাহাদি ক্রিয়া কর্মে একীভুত হইয়া পড়ে মনিপুরে।

ইহা দেখিয়া কতক খায়া মনিপুরে বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী বলিয়া কোন জাতি নাই বা ছিলনা বলিতেছে। এই ব্যপারে বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী ও খায়া মনিপুরীদের মধ্যে অনেক বাক বিতন্ডা চলিয়া আসিতেছে। রাজা পাম হেইবা বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীর পুস্তকাদি জালাইয়া দিয়াছেন কিন্তু হস্তলিখিত কতকগুলি বিবরণী হইতে মনিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়ারা মনিপুরে ছিলেন না তাহা প্রমাণ করিতে পারিতেছেন না। ইহার পক্ষে নিম্নে কতকগুলি বিবরণ দেওয়া হইল :-

খায়া মাতুম ঝুলন সিংহ তাহার বিজয় পাঞ্চলিতে ৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ক্ষেত্রী মেয়ুম, কেইমাম, আচুম, হেরুম শাঙাম্বম ওওঁইনাম প্রভৃতির বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী খায়া সমাজভুক্ত হইয়াছেন। ঐ সমস্ত বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী খায়া সমাজভুক্ত হওয়ার সাথেসাথে খায়ারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে থাকে। খায়ারা ক্ষুমল ও মৈরাং রাজ্যে গিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীর পুস্তকাদী ভস্মীভুত করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ারা মূল মনিপুরী নয়, বহিরাগত মেয়াং কালেছা বলিয়া প্রচার করিতে থাকেন।

খায়া লেখক আতম বাবু বিদ্যারত্নের মনিপুর ইতিহাস পৃষ্ঠা ১৭৭-১৭৮ তে মৈতৈ, ক্ষুমল, আমাসুং কৈরেং হায়রা আদৌ বা জাত আহুম আসিদা য়েক, সেলাই আসি সুনা লেই। ....মৈতৈদা মৈতৈনা, ক্ষুমলদা ক্ষুমন না, মৈরাংদা মৈরাংনা নিংথৌ ওই। জাতি আহুম আমি মাসাক মান্নাদে ফিজেৎ মান্নাদে চিঞ্জাকসু মান্নাদে, আমাসুং মারুনসু তিন্নাদে হুজিকতি ইতিন তিন্নাখিবানা চপ মান্নারে।

উক্ত বিদ্যারত্ন মহোদয় তাহার লিখিত বহিতে পূর্ব্বোক্ত জাতিলির মধ্যে প্রত্যেকটিতে সাতটি গোষ্ঠীর উল্লেখ করিয়াছেন খায়াদের হিতার্থে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ক্ষুমল, মৈরাং, আঙোম, লেয়াং, মাঙাং, মৈতৈ ও খাবাঙাম্বা নামে সাতটি গোষ্ঠী ছিল। তম্মধ্যে প্রথম পাচটি পশ্চিমা হইতে আগত বাকী দুইটি পূর্ব্ব দিক হইে আগত। পূর্ব্বোক্ত পাচটি গোষ্ঠীই পঞ্চ বিষ্ণু প্রিয়া মনিপুরী।

বিষ্ণুপ্রিয়া ও মৈতৈ জাতি গোষ্ঠীর একটি সমীক্ষায় হামুম তনুবাবু এর প্রথম পরিচ্ছেদে পৃষ্ঠাচারিতে লিখা আছে ১৬০৬ খৃঃ মনিপুরীদের এ দেশ (আসাম) আগমন কালে বিষ্ণুপ্রিয়া ও পাঙান (মনিপুরী মুসলমান) উভয় সম্প্রদায় কেহ আসেন নাই, ইহা হইতে প্রমাণিত হয় খায়া রাজত্ব কালে মনিপুরে বিষ্ণুপ্রিয়ারা ছিলেন।

মনিপুরের তথাকথিত বিষ্ণুপ্রিয়া মৈতৈদের বিবাদ নিরসনের জন্য মনিপুরের অবসরপ্রাপ্ত জজ লাইরেন মেয়ুম ইবুঙ হাল সিংহ বহুদিনের ঐ বাকবিতন্ডা নিরসন করিয়া গিয়াছেন। তাহার লিখিত মনিপুর পুস্তকের ১৩-১৪ পৃষ্ঠাতে লিখিয়াছেন :-

ঙমিদি মৈতৈ, ক্ষুমল, মৈরাং জাত আহুম লেই, মাদুদাগি ক্ষুমলদি ১২ শকদা মুথখিই। আদুদাগি মৈরাংগা মৈতৈগা আনি স্বয়ং পামবম ঙাম্‌দনা চারৌ সারৌদুনা খৃঃ ১৭৬৫ ফাউবা পাল্লামি। আদুদাগি অওয়াগি মায়াদা মৈরাংনা চেহি মাঙারম মনিপুরদা মাথানতা পাল্লামি। আদুদাগি ১৭৬৯ খৃঃ আদুওয়াইদাগি মনিপুর পুনামাককি নিংথৌ মৈতৈ নিংথৌ না ঐখিই। মৈতৈনা মনিপুর পুনামাককি নিংথৌ ঐয়ে হায়বা খাং হালবাগি মাশাক ঐনা মনিপুর বু মৈতৈ লেইপাক হায়না থনগিবানি। আদুগা মৈতৈ লেইপাক ফাউবাদি চেহি ১৮০ খায়া হেল্লি।

পাম হেইবার পূর্ব্ব পুরুষেরা পরিতন বা পরি মেইতেই অঞ্চলে বাস করিতেন তাহা উপোরোক্ত খায়া লেখক লাইরেন ম্লেম ইবুঙ হাল স্বীকার করিয়াছেন তাহার মনিপুর পুস্তকের ১৪ পৃষ্ঠাতে।

"আদুগা মনিপুর লাম মাচেৎ আমা হায়বাদি মৈতৈ হায়বা সি কাংলাপনা পাল্লাবা সাফাম খারাদি মৈতৈ লেইপাক কৌ এ"।

মৈতৈ পরিমেয় গ্রন্থে উক্ত ভূখন্ড কবরু পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত ছিল। ক্ষুমল তৌমুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষুমল আতলের পরামর্শ মতে মৈতৈ দলপতি চরাই লাম্বা কবরো পর্ব্বত হইতে লাঙ্গলী পর্ব্বতে তাহাদের স্থান পরিবর্তন করেন। তাহা হইতে খায়া দলপতিরা আসিয়া মনিপুরের ক্ষুমল রাজ্য আক্রমণ করেন। দলপতি চরাই লাম্বা পরবর্তী কালে পাম হেইবা নামে পরিচিত।

উক্ত খায়া লেখক আতম বাবু বিদ্যারত্নে উল্লেখিত ক্ষুমল মৈরাং ও খায়াদের খাদ্যাখাদ্য, চেহারা পোষাক ও ভাষা মিল ছিল না তাহার কিছু বিবরণ দেওয়া হইল :-

(ক) খাদ্যাখাদ্য :- বিষ্ণুপ্রিয়াদের সহিত খায়াদের খাদ্যাখাদ্যের বিভেদ পূর্বে অনেক ছিল তাহা বর্ণনা না করিয়া বর্তমানের সামান্য বিভেদের উল্লেখ করা যাউক।

খায়াদের বর্তমানে সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য শামুক। তাহারা শামুক সংগ্রহ করিয়া সিদ্ধ করার পর ঝাল মরিচ ও লবণের সাথে মিশ্রিত করিয়া চুষিয়া শামুকের ভিতরকার সার অংশ প্রতি গ্রাস ভাতের সঙ্গে খাইয়া থাকে। বিষ্ণুপ্রিয়ারা তাহাদিগকে মৌরী চুপপা বলিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া তৈল ও মসল্লা বিহীন খাদ্য উতি, সিঞ্জো, চামফুট ও আমেৎপা ইত্যাদি। বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীরা অবশ্য কালে কালে এইসব খাদ্য খাইতে অভ্যস্ত হয়।

(খ) পোষাক :- খায়া যুবতীরা বুকে একখন্ড কাপড় বাধিয়া বুক আচ্ছাদন করিত। আর মাথার সামনে চুল ললাটের সামনে কাটিত, আর দুই দিকে কানের সামনে কিছু চুল লম্বা করিয়া কাটিয়া ফেলিত। তাহার নাম সামজেত আর বিবাহিতা রমণীগণ বুক পর্যন্ত একখানা কাপড় দ্বারা আচ্ছাদন করিতেন - ইহাকে ফানেক বলে। ঐ পোষাক বর্তমানে নাগদের মধ্যে দেখা যায়। বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীরা ও ঐ পোষাক অনুকরণ করিতে থাকে রাজ পোষাক বলিয়া বাধ্য হইয়া। মনে রাখিতে হইবে আদি কালে মনিপুর মেখলী নামে পরিচিত। পূর্বে মনিপুরে উমা ও শিব সাতদিন সাতরাত্র রাসলীলা করিয়া ছিলেনঅ সেই সময় দুর্গাদেবীর মেখলী পরিলম্বিত অর্থাৎ দুর্গা দেবীর কোমর বন্ধ হইতে মেখলী শব্দ। বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী মহিলারা ও মেখলী (কোমরে) কাপড় পরিধান করিতেন এবং বুকে একখন্ড কাপড় জড়ানো থাকিত। তাহার আরও প্রাণ আছে বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী রামনৃত্য কালে কোমরে ক্ষুমেল ও পচুয়াল নামে দুইখানা কোমর বন্ধ বাধিয়া থাকেন এবং আর এক খন্ড কাপড় জড়ানো থাকে ব্লাউজের উপর।

খায়া ভাষায় ইহাকে থামবেরেৎ বলে। খায়াদের অনুকরণে বিষ্ণুপ্রিয়ারাও খাম বেরেত ব্যবহার করে। আরও লক্ষণীয় বিষয় মনিপুরী মুসলমান মেয়েরা (অবিবাহিত) কোন কালেও বুকে একখন্ড কাপড় জড়ানো রাখেন না। বিবাহিতা মেয়েরা যদিও রাজ পোষাক বলিয়া বুকের উপর কাপড় পরে থাকেন তথাপি কোমরে মেখলী সদৃশ্য কুমের পরিধান করিয়া থাকেন। আর পুরুষেরা বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীর মত ধুতি ব্যবহার করেন।

(গ) ভাষা :- কোন অবাধ্য ছেলেকে বিষ্ণুপ্রিয়ারা বন্ডাগো বরিয়া থাকেন, খায়ারা কিন্তু অবাধ্য ছেলেকে অক্লারা বলেন।

(ঘ) কোন স্থানের দূরত্বকে বিষ্ণুপ্রিয়ারা ডাক আহার পথ অর্থাৎ এক ডাকের পথ বলেন কিন্তু খায়ারা য়ু থাক আমাগি লাম অর্থাৎ একবার মদ খাইলে মদের নেশায় যতদূর যাওয়া যায় ততদূর বলেন।

(ঙ) আচার আচরণ যত্রতত্র বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীরা পিতা, পিতামহ আচরিত ধর্ম পালন করিয়া আসিতেছেন। প্রত্যেক পুরুষ নামের পিছনে সিংহ লিখেন এবং সামাজিক ব্যপারে সার্ব্বজনীন মতে যাহা সিদ্ধান্ত করা হয় তাহা পালনে সচেষ্ট। কিন্তু খায়াদের মধ্যে এই সব লক্ষণের ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। তাহাদের পিতা গৌর ধর্মাবলী (কোন কোন ক্ষেত্রে) ছেলে অন্য ধর্মাবলম্বী। কেহ সিংহ লিখেন কেহ লিখেন না। তাহাদের মধ্যে বয়ঃজেষ্ঠ ও উচ্চ শিক্ষিত সিলেট ধীরেন্দ্র সিংহ নেতৃত্বে সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়া নিয়াছেন তাহা বর্তমান কালের খায়ারা স্বীকার করেন না তিনি সহ বাংলাদেশে মনিপুরীরা সংখ্যায় লঘিষ্ঠ বলিয়া উপজাতি অর্থাৎ লঘিষ্ঠ জাতি হিসাবে মনিপুরী উপজাতি সিদ্ধান্ত দেওয়া হইয়াছিল। আমাদের দেশ মনিপুর রাজ্য, সভ্যতার অন্যান্য দেশের জাতির তুলনায় ধনে , জনে নৃত্য ও লীলা কীর্তনে সমৃদ্ধ, ইহা সর্ববাদী সম্মত। উপজাতি যদিও পার্ব্বত্য জাতি বুঝায় তথাপি মনিপুরী দিগকে সেই ক্ষেত্রে অন্য উপজাতির সহিত তুলনা করা হইবে না। ঐ ধীরেন্দ্র সিংহ সেই সময় হইতে উপজাতি স্বীকার করিয়া নিয়াছেন। সেই মতে অনেক খায়া মনিপুরী ললিতকলা একাডেমী (মাধবপুর) হইতে উপজাতি সার্টিফিকেট নিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছেন। পাকিস্তান আমলে সিলেট রেডিও সেন্টারে বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী অনুষ্ঠান ও মৈতৈ মনিপুরী অনুষ্ঠান পালাক্রমে প্রচারের সিদ্ধান্ত নিয়া অনুষ্ঠান চলিতে থাকে। ঐ সময় ধীরেন্দ্রের নেতৃত্বে ইহাও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল কেহ কাহারও অনুষ্ঠানে আপত্তি করিতে পারিবে না। ইদানিং খায়ারা সিলেট রেডিও সেন্টারে বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী অনুষ্ঠান বন্ধ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন। বৃটিশ আমল ও পাঞ্জাবী আমলে দলিল দস্তাবেজে খায়ারা বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী বলিয়া দলিল সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। এতগুলি প্রমাণ থাকা সত্বেও উচ্চ বাচ্য করিতেছেন ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকায়। এদেশের হিন্দু মুসলমান সকলেই দেখিয়া আসিতেছেন মাধবপুর শিব বাজারে পূর্ণিমার রাস মেলা বৃটিশ আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে। পূর্ণিমার রাস লীলার দিনে দিবা রাত্র ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে বহু দর্শকের সমাবেশ হইয়া থাকে। সেই রাস মেলার ঝাক জমক দেখিবার জন্য অনেক খায়া দর্শকও সমবেত হইতেন। বর্তমানে কতক খায়া ঈর্ষান্বিত হইয়া সেই রাসলীলার অনুকরণে আদমপুরে নূতন ভাবে রাসলীলার আয়োজন করেন। তাহা সত্বেও হুমের জান, মঙ্গলপুর, চিৎলিয়া ও ভান্ডারী গায়ের অনেক খায়া দর্শক পূর্ব্বের মত মাধবপুরের রাম মেলায় আসিতেছেন।

দেশবাসী হিন্দু মুসলমান সবাই দেখিয়া আসিয়াছেন খায়াদের গ্রামে ওঝা নরোত্তম, ওঝা রুদ্র, ওঝা দলা, ওঝা হুনারু সিংহ এবং আরও অনেক ওঝা রাম লীলার নৃত্যশিল্পী ছিলেন। ঐ

ওঝাগণ ঐসব গ্রামের সূত্রধারী হিসাবে খায়া সূত্রধারী নিতেন তাহাদের মধ্যে তস্বী খা তস্বৈ এবং খাস্বীর নাম উল্লেখযোগ্য। বাদকের তুং ইলপা চন্দ্র মোহন সিংহ থাকিতেন। বর্তমানে তুং ইল পা চন্দ্র মোহন সিংহকে খায়ারা রামধারী ওঝা নিযুক্ত করিয়াছেন। বর্তমানে খায়ারা রেকর্ড রাখার জন্য পূর্ণিমার রাম নৃত্য আদম পুরে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া পত্রপত্রিকায় প্রচার করিতেছেন।

(চ) দেশ প্রীতি :- বার্মা যুদ্ধ (মনিপুরে) বৃটিশ যুদ্ধ প্রভৃতির কারণে মনিপুর হইতে বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী, মনিপুরী মুসলমান ও খায়া মনিপুরী বার্ম্মা, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করিতে থাকেন নিজ নিজ স্বভানুযায়ী স্থান নির্ধারণ করিয়া।

বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী ও মুসলমান মনিপুরী নদীবাহিত সমতল অঞ্চলে পাশাপাশি গ্রামে বা একই গ্রামে বসবাস করিতে থাকেন। খায়ারা কিন্তু পার্ব্বত্য পাদদেশ বসবাসের জন্য নির্বাচন করেন। যেমন বাংলাদেশে প্রায় ৩৫/৪০ টি গ্রাম অর্থাৎ অধিকাংশ গ্রাম পার্ব্বত্য পাদদেশে। পাথারিয়া পর্ব্বতের পাদদেশে বড় ধামাই, ছোট ধামাই, বড়ইতলী ও পাথারী প্রভৃতি ৬/৭ টি গ্রাম (ছোট বড়) জৈন্তা পর্ব্বতের পাদদেশে পাড়ুয়া প্রভৃতি ৭/৮ টি গ্রাম, লংলা পাহাড়ের পাদদেশে লংলা, কোণাগাও, সুরমা কুরমা, পাত্রখোলা প্রভৃতি, খালিশিরা পাহাড়ে বালিশিরা, বিলাসর ও নন্দরি প্রভৃতি এমনি ভাবে ৩৫/৪০ টি গ্রাম রহিয়াছে। বর্তমানে কোন কোন গ্রাম জনশুন্য হইয়াছে, কোন কোন গ্রাম বুড়া মানুষের দাতের মত ফাক থাকে। ঐ সব গ্রামের লোক অন্য দেশে গিয়া বাংলাদেশের সুনাম গাহিয়া থাকেন।

এদেশের জনসাধারণ দেখিয়া থাকিবেন বিষ্ণুপ্রিয়া অধ্যুষিত গ্রামগুলি নিত্য নতুনভাবে স্থায়ী ঘর বাড়ী তৈয়ারী করিয়া গ্রামে গ্রামে মন্দির তৈয়ারী করিয়া গান কীর্তন দ্বারা নিজ নিজ গ্রামকে মুখরিত করিয়া তুলিতেছিলেন। আর স্বেচ্ছাপ্রোণদিত হইয়া দেশের মানুষ শিক্ষিত হউক এই ভরসা নিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী অধূষিত অঞ্চল কমলগঞ্জ থানার দক্ষিণ সীমানায় গোলের হাওরে বাবু পদ্মাসন সিংহ এক হাই স্কুল স্থাপন করিয়াছেন এবং এক দাতব্য চিকিৎসালয় নিজ গ্রামে দিয়াছেন এবং তিলকপুরে দয়ামল সিংহ নামে এক হাই স্কুল, তাহার কৃতি সন্তানেরা দিয়াছেন। থানার মধ্যবর্তী ভাগে তেতই গাও হাই স্কুলের ভিটা বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী দিয়াছেন।

১৯৭১ খৃঃ স্বাধীনতা যুদ্ধে যে সব যুবক যোগদান করিয়াছিলেন তাহাতের কতকগুলির নাম উল্লেখ করা গেল :-

তিলকপুরে রবীন্দ্র কুমার সিংহ একান্ত সচিব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্য মন্ত্রী, গৌর মোহন সিংহ লক্ষী কান্ত সিংহ প্রভৃতি।

ভানু বিলে :- মন্ত্রী সিংহ, কৃষ্ণকুমার সিংহ, বিদ্যাধন সিংহ, বাবুসেনা সিংহ, নীল মণি সিংহ, কুলেশ্বর সিংহ প্রভৃতি।

বালি গাঁয়ে :- আনন্দ মোহন সিংহ, বাপ্পী সিংহ, বিশ্বম্ভর সিংহ, ব্রজেন্দ্র সিংহ প্রভৃতি।

মাধবপুরে :- ব্রজমোনহ সিংহ, নিমাই সিংহ, দীলিপ সিংহ, গিরিন্দ্র সিংহ প্রভৃতি।

তৈতে গাও :- থৈবা সিংহ

গোলের হাওর :- পদ্মাসন সিংহ

উক্ত স্বাধীনতাকামী বীরগণ ভারতের লোহারবন ৪ নং সেক্টরে ছিলেন।

(ছ) ধর্মীয় আচরণ :- খায়ারা সর্ব্বপ্রথম রামাউতি ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার পর গৌর ধর্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। গৌর ধর্ম গ্রহণ করার পর বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীদের সাথে একত্রিত

হইয়া উৎসব অনুষ্ঠান পালন করিয়া আসিয়াছেন কিন্তু বর্তমান কালে পূর্বের আচরণ ত্যাগ করিয়া অনেকে আদি কালের আপকপা ভজিতেছেন। এইভাবে ধর্মের স্থিতিশীলতার অভাবে ব্রাম্মণেরা খায়া গ্রাম হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইতেছেন। বড়ইতলী, শ্রীপুর, ভান্ডারী গাও হইতে ব্রাম্মণ চলিয়া যাওয়ায় খায়ারা বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী গ্রাম হইতে ব্রাম্মণ নিয়া গৌরীয় আচরণ মতে কতক জন মিলিয়া চলিতেছেন। আষাঢ় মাসের রথের সময় রথ টানা হইতেছে না। গ্রামে গ্রামে গায়ক ও বাদকের অভাবে শ্রাদ্ধাদি কর্মে অন্য গ্রাম হইতে বাদক ও গায়ক আনিয়া শ্রাদ্ধাদি করিতেছেন। গৌর ধর্মে শবদাহ মানুষের শেষ আচরণ বা শেষ যজ্ঞ। এই শেষ যজ্ঞে খায়ারা কিন্তু তাহাদের আদিকালের আচরণ করিয়া থাকেন তাহা প্রত্যক্ষ দর্শীরা জানিতে পারিবেন।

উপরিউক্ত খায়া লেখক আতম বাবুর মতামতের পক্ষে উদ্ধৃত করা হইল।

খায়াদের মতে খগেম্বা রাজার আমলে যুদ্ধবন্দীদিগকে রাজার দাস ও রাণীর দাস হিসাবে রাখা হইয়াছিল বলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দিগকে লেমনাই ও নিংথেম নাই নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যুদ্ধ বন্দী যুদ্ধা কখনও দাসত্ব স্বীকার করিবেন না। বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী সিংহ লিখেন সিংহের প্রকৃতি পাইতেছেন বলিয়া সেই কালের অবস্থা নাই বা ধরিলাম, বর্তমান কালে এই দেশবাসী হিন্দু মুসলমান দেখিয়া আসিতেছেন বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীর মত গরীব জাতি নাই, তাহাদের না আছে চাকুরী, না আছে ব্যবসা বানিজ্য। এহেন দরিদ্র অবস্থার ভিতরও তাহারা অন্যের দাসত্ব স্বীকার না করায়, অন্যের বাড়ীতে চাকর হিসাবে কাজ করিবে না। তদুপরি রাস্তা বাধা, পাথর ভাঙ্গা, খাল নালা কাটা প্রভৃতি ছোট খাট কাজেও যাইবে না, না খাইয়া ঘরে অনাহারী থাকিলেও। এ হেন সিংহ জাতিকে অপমানিত করিবার জন্য খায়ারা নানা অপবাদ প্রচার করিতেছেন। শত অপবাদ প্রচার করিলেও সিংহকে কখনও সিংহ নয় বলিতে পারিবে না। খায়াদের মত বিষ্ণুপ্রিয়ারা রাজার ও রানীর দাস ছিলেন, সে মতে রাজা বা রানীর দাস রাজধানীতেই থাকে। তাহা হইলে বিষ্ণুপ্রিয়ারা রাজধানীর অধিবাসী বা ইম্‌ফল মেচা।

ইহা ছাড়া গিয়ার্সন সাহেব, সুনীতি বাবু ও সত্তার সাহেব প্রভৃতি ইতিহাস লেখকগণ মনিপুরে ককেশিয়ান বংশ অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী আদি কালের বলিয়া প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। বাহুল্য বিধায় ঐ সব প্রমাণ এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হইল না।

ব্রম্মবাহনের রাজত্ব কাল হইতে ক্ষুমল রাজ তৈমুর রাজত্ব কাল পর্যন্ত মনিপুর ও ব্রম্মরাজাদের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ বা যুদ্ধের খবর পাওয়া যায় নাই। কিন্তু মনিপুরে খায়া রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে অর্থাৎ ১৭৬৫ খৃঃ হইতে খায়া আহরণের ফলে বার্মা মনিপুর আক্রমণ করে। পরে ইংরেজদের সহায়তায় ইয়ান্দু সন্ধির ফলে বার্মা আর মনিপুর আক্রমণ করে নাই।

বার্ম্মা আক্রমণ ও ইংরেজ আক্রমণ বা অন্য যে কোন আক্রমণের (মনিপুর) সময় বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী মুসলমান মনিপুরী (পাঙান) ও খায়া মনিপুরী মনিপুর ত্যাগ করিয়া বার্ম্মা, আসাম, কাছাড়, সিলেট ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরা অঞ্চলে যে যাহার সুবিধা মত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করেন। সুদূর আসাম হইতে ত্রিপুরা পর্যন্ত স্থানে যে সব বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী রহিয়াছেন তাহাদের ভাষা ও ধর্ম একই ভাবে বর্তমান কাল পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। তাহা হইতে বুঝা যায় স্থানে দূরত্ব বা পারিপার্শিক অবস্থার জন্য নিজ ভাষা ত্যাগ করে নাই। তাহা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী মনিপুরে থাকা কালে প্রচলিত ছিল। পাঙালরা (মনিপুরী মুসলমান) কিন্তু খায়া ভাষা ত্যাগ করে নাই রাজ ভাষা বলিয়া। বসতি স্থান নির্বাচন বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী ও মুসলমান মনিপুরী একই

ভাবে নদী বাহিত সমতল অঞ্চল করিয়াছেন। খায়ারা নিজ প্রকৃতি অনুসারে পার্ব্বত্য পাদদেশে বসবাস করিয়া আসিতেছেন।

উল্লেখ আবশ্যক খায়ারা বলে থাকেন মনিপুরী মুসলমান, খায়া মনিপুরী মেয়ে ও সৈয়দ, পাঠান প্রভৃতি মুসলমানদের পারস্পরিক বিবাহে জাত হইয়াছে। তাহা যদি হইযা থাকে তাহা হইলে পাঙানদের চেহারায় মাতৃসুলভ আকৃতি ও প্রকৃতি যেমন বার্মা, ইন্দোনেশিয়া, সুমাত্রা ও যাবা প্রভৃতি দেশের মুসলমানের মত হইত। আর মনিপুর ত্যাগ করলে পাঙানরা মাতৃরক্তের টানে খায়াদের মঙ্গে আসিয়া ধামাই, বড়ইতলী, পাথারী লংলা, ছনগাও, ভাডারী গাও, বিলাসের শ্রীমঙ্গল, কেজুরী ছড়া, আসাম পাড়া পাড়ুয়া, ধরম প্রভৃতি ৩৫/৪০ টি গ্রামে বা গ্রামের পার্শ্বে বাস করিতেন। কিন্তু ঐ সব খায়া গ্রামে পাঙাল এর নাম গন্ধও নাই। আরও লক্ষণীয় বিষয় খায়াদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের গোফ, দাড়ি ও বুকের লোম নাই আর পাঙানদের মধ্যে গোফ দাড়ি ও বুকের লোম আছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় এক ভাষা ছাড়া অন্য কোন মতেই খায়াদের সাথে পাঙানদের মিল আছে বলতে পারা যায় না। শারীরিক গঠন ও বাসস্থানের দিকে লক্ষ্য করিলে পাঙানরা বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলতে হয়। দশজন বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী, দশজন পাঙান, দশজন নাগা ও দশজন খায়া একই পোষাক পরিধান করিয়া একত্র মিশানোর পর জাতি হিসাবে আলাদা করিলে খায়াদের সঙ্গে অনেক নাগা এবং বিষ্ণুপ্রিয়াদের সঙ্গে অনেক মুসলমান থাকিবে।

মোট কথা ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয় ধর্মত্মা হযরত শাহ জালালের শ্রীহট্ট আগমনের পর হইতে। ঐতিহাসিক আব্দুল সত্তারের মতে মইন উদ্দিন নামক এক সওদাগর তাহার লোকজন নিয়া মধ্যভারত হইতে ব্যবসায়ের জন্য মনিপুরে প্রবেশ করেন। তাহারা মনিপুরের মনিপুরী মেয়েদের বিবাহ করিয়া স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতে থাকেন। পাঙান অর্থাৎ মনিপুরী মুসলমান ঐ সব মুসলমান সওদাগরের বংশধর। এখানে উল্লেখ আবশ্যক রাজা পাম হেইবাকে মুসলমানেরা গরীব নেওয়াজ বা গর্ব্বীন রাজা উপাধী দান করিয়াছেন, গর্ব্বীন পার্শী শব্দ। এই সব প্রমাণ হইতে বুঝা যায় পাঙানরা মনিপুরে খায়া রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে ছিলেন।

ভাগ্যচন্দ্র রাজার রাজত্বকালে রাম গোপাল বৈরাগ্য ঠাকুর মনিপুরে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ফলে রাজা বৈষ্ণব ধর্মে অনুপ্রাণিত হইলেন। রাজা অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের চরণে মন প্রাণ সমর্পণ করেন। এইরূপ ভাবে অনবরত চিন্তার ফলে এক দিন রাত্রে শ্রীকৃষ্ণের রাস লীলা স্বপ্নে দর্শন করেন। স্বপ্নের দর্শন মতে কতক কুমারী নিয়া স্বপ্নদৃষ্ট পোষাক পরিহিত করিয়া রাস লীলা করান।

রাসের গান ও নর্ত্তনাদি মনিপুরী প্রচলিত নিয়ম মতে করা হইয়াছিল। মনিপুরীরা গন্ধর্ব্বের বংশধর, তাই তাহাদের নৃত্যে এক বৈশিষ্ট দেখা যায় / রাসের তাল ও সুর স্বতন্ত্র।

১৯১৯ খৃঃ ১১ই অক্টোবর শ্রীহট্ট শহরের বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী অধ্যুষিত মাছিমপুর নামক অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাস দর্শন করেন। রাস নৃত্যের বিভিন্ন মুদ্রার তাল, মান লয় ও অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া মুগ্ধ হন। অতঃপর তিনি মনিপুরে গিয়াও রাস লীলা দর্শন করেন। এমনিভাবে তিনি রাস নৃত্যের লাস্য ও শ্রকৃষ্ণের নর্তন দেখিয়া মোহিত হইলেন।

মনিপুরী রাসনৃত্যের তাল-মান ও অঙ্গভঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া কবিগুরু তাহার শান্তি নিকেতনে মনিপুরী রাসনৃত্যের সিদ্ধান্ত নিয়াছিলেন।

সেই সিদ্ধান্ত মতে কবিগুরু কমলগঞ্জ থানার বালিগাঁও নিবাসী বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীর গদিশ্বর নীলেশ্বর মুখার্জ্জীকে নিয়া শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র গীতিনাট্যে মনিপুরী নৃত্যধারা প্রকাশের পথ উন্মুক্ত

করেন। নীলেশ্বর মুখার্জীর সহযোগে ১৯৩৬ খৃঃ কবিগুরু চিত্রাঙ্গদা নামক নাট্য অভিনয় করান। সেই নাট্যে নীলেশ্বর মুখার্জ্জীকে অর্জ্জুনের ভূমিকায় অভিনয় করান। ঐ অভিনয়ে প্রখ্যাত শান্তিদেব ঘোষ, নীলেশ্বর মুখার্জ্জী, গোবর্দ্ধন পাঞ্চাল, শিশির ঘোষ, ডিবাল গোপাল, গঙ্গাধর, নিবেদিতা দেবী, বনলীলা দেবী ও ইন্দু দেবী ছিলেন।

এই নাট্যদল পাটনা, এলাহবাদ, দিল্লী, মীরাট, খুলনা, শিলং, ময়মনসিংহ, আহেম্মেদাবাদ, লক্ষ্ণৌ ও নাগপুর প্রভৃতি শহরে অভিনয় করেন। সেই সময় কবিগুরু মনিপুরী নৃত্যের প্রশিক্ষণকারী হিসাবে সেনারিক রাজকুমার, মোহি সিংহ, নবকুমার সিংহ, গুরু বিপিন সিংহ (যিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাইয়াছিলেন) শিল্পীবৃন্দকে নিয়োগ করেন। কবিগুরু মনিপুরী নৃত্যকে সাদরে গ্রহণ করিলেও মনিপুরী গনির সুর গ্রহণ করেন নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য গ্রহণ করিয়াছেন। ভানুমতির পদাবলীতে মনিপুরী সুরের প্রয়োগ দেখা যায়। এমনিভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহচার্যে মনিপুরী নৃত্যের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়াছে ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত।

দ্বাপর যুগের সময় হইতে মনিপুর ও ব্রম্মরাজের সঙ্গে বিবাদের কোন সূত্র পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু মনিপুরে খায়ারা ক্ষমতায় আসার পর হইতে বার্ম্মারাজ মনিপুর আক্রমণ করেন। প্রায় সাত বৎসর যুদ্ধের ফলে মনিপুরে অশান্তির সৃষ্টি হয়। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী মুসলমান মনিপুরী, খায়া ও নাগা শান্তির জন্য মনিপুর ত্যাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বসবাস করিতে থাকেন। আমার পিতামহীর নিকট হইতে শুনিলাম আমার প্রপিতামহ ধনপতির বংশধর ক্ষেমা সিংহ মনিপুর হইতে আগমন কালে কাছাড়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাহা হইতে অনুমান করা যায় বিষ্ণুপ্রিয়ারা এই দেশে প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে মনিপুর হইতে আসিয়াছেন। কাছাড়ের কালাডি গ্রাম হইতে উক্ত ক্ষেমা সিংহ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকার পর তিলকপুরে আসেন।

কালের গতির স্রোতে ভাসিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীর রাজ বংশ তলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এক ছিন্নমূলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তিনি হইলেন লক্ষী সেনা রাজকুমার বরম মাঝের গাও কোম্পানী গঞ্জ, তাহার পিতামহ সুনামগঞ্জের লক্ষীপাড়া গ্রামে বসবাস করিতেন। সেই স্থান হইতে তাহার বংশধর কাছাড়ের বরমে বসবাস করিতেছেন বলিয়া জানা যায়। তাহার ছোট ভাই হেমন্ত সেনা রাজকুমার পাথার কান্দিতে বসবাস করিতেছেন। ছাতকের পারুয়া অঞ্চলে কৃষ্ণমনি রাজকুমার নামে এক রাজকুমার আছেন। তাহার পূর্ব্বপুরুষ কাছাড়ের ঝাকির বন্ধ হইতে আগত শুনা যায়। তাহার ভাই থাম্বৌ সেনা রাজকুমার ও কাল সেনা রাজকুমার বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী কালা রাজার বংশধর।

পাঠক বৃন্দ ক্ষমা করিবেন আমি আমার বংশপরিচয় নিম্নে উল্লেখ করিলাম বলিয়া। (সংক্ষিপ্ত ভাবে)

মনিপুরে ধনপতি যুবরাজের অবদান :-

মনিপুরে ধনপতি ও যুগল হরির আগমনের পর হইতে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের ভাবধারার মিশ্রণে বর্তমান বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে।

(১) আদিতে মনিপুরে ধান্য বপন প্রণালী প্রচলিত ছিল। ধনপতির আগমনের পর হইতে জমির আল বাধিয়া জল ধারণের ব্যবস্থা করিয়া জমির সীমানা নির্দ্ধারণ করেন।
(২) আল বাধিয়া প্রত্যেক মালিকের জমি নির্দ্ধারণ করা হইল।
(৩) নানা মসল্লা যোগে পাক প্রণালী রুচিকর করিয়া তুলার প্রচলন হয়।
(৪) পূর্ব্বে হাটুর উপরে কাপড় পরণের ব্যবস্থা ছিল। এই প্রথা বাদ দিয়া হাটুর নীচ অবধি কাপড় পরনের ব্যবস্থা এবং রাজার মাথায় পাগড়ী বাধিয়া সাধারণ মানুষ হইতে রাজার পোষাক পৃথকের প্রচলন হয়।
(৫) বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার প্রচলন (সংস্কৃত, পালী, আসামী ও বাংলার মিশ্রণে প্রচলিত হয়)।
(৬) মহা বিষুব সংক্রান্তির পাচদিন কাজকর্ম ত্যাগ করিয়া গীতা রামায়ন প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ।

(৭) ঘিলা খেলার প্রচলন (বৈশাখ, জৈষ্ঠ, ও আষাঢ় মাসে)

(৮) কাংসেই খেলা - যাহার অনুকরণে পৃথিবীতে পোলো খেলার প্রচলন হয়।

(৯) মাইচং খেলা (লং জাম্প)

(১০) বাঘ গুরু খেলা। এই খেলাতে "আলীগর তলে বাঘগো আছে হোম হোম রুহের" বলিয়া গান গাওয়া হইত। এবং মধ্যস্থলে এক ছেলে বাঘ হিসাবে থাকিত। বালিকারা বাহুবদ্ধ করিয়া বাঘকে বেষ্টনীর বাহিরে গিয়া অন্য কুমারীকে আক্রমণ করিতে না পারে এই অবস্থায় রাখিত। ইহা শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবনিতাদের সহিত যে খেলা খেলিয়াছেন তাহার অনুকরণ বিশেষ।

(১১) ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগীতা প্রচলন।

(১২) কুস্তি খেলার প্রচলন।

(১৩) ঐ সময় বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীর সাত বারের নাম, মাসের নাম ঋতুর নাম এবং সংখ্যার নাম প্রচলিত হয়। খায়াদের চাপে, বাংলা ও ইংরেজী প্রচলনের চাপে পড়িয়া বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

(ক) সাত বারের নাম :- ঐ সময় বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীরা প্রতিদিন আপদ বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া সৎ জীবন যাপনের জন্য গুরু ও দেবতা স্মরণ করিয়া প্রাতে গাত্রোত্থান করিতেন। সেই সময় ঐ সব দেবতার নামে সাত বারের নাম রাখা হইয়াছে।

গুরু বার (বৃহস্পতিবার)
গণেশ বার (শুক্র বার)
রুদ্র বার (শনি বার)
দুর্গা বার (রবি বার)
পবন বার (সোম বার)
নিশাকর বার (মঙ্গল বার)
অচ্যুৎ বার (বুধ বার)

(খ) বার মাসের নাম :- কার্তিক মাস হইতে আরম্ভ

নিয়মর মাহা (কার্ত্তিক মাসে নিয়ম সেবা আরম্ভ হয় বলিয়া)
ধানর মাহা (অঘ্রায়নে ধান পাকে বলিয়া)
বুড়া মাহা (মাঘে শীতে কাপিতে হয় বলিয়া)
ফাগুর মাহা (ফাল্গুনে ফাগোয়া খেলা হয় বলিয়া)
কোকিলর মাহা (চৈত্রে কোকিল ডাকে বলিয়া)
বউ বরণর মাহা (বৈশাখে কাল বৈশাখী হয় বলিয়া)
মধু মাহা (জৈষ্ঠে মধুর ফল পাকে বলিয়া)
কাদুরা মাহা (আষাঢ়ে অনবরত বৃষ্টি হয় বলিয়া)
ঘোলার মাহা (ভাদ্রে জল ঘোলা থাকে বলিয়া)
পূজার মাহা (আশ্বিনে দূর্গাপূজা হয় বলিয়া)

(গ) সংখ্যার নাম :- সংস্কৃত একম, দ্বয়ম, ত্রয়ম, এক বিংশ, হইতে আক্‌গ, দুগ, তিনগ, আককুড়িগ, তিনকুড়ি পাচগ ইত্যাদি।

(ঘ) ঋতুর নাম :- প্রধানতঃ দুইটি ঋতু - সৌকরার পর, জাররপর। (পর অর্থাৎ ঋতু)
সৌকরার পর :- সৌকরার পর, বরণর পর ও হুকানার পর।
জারর পর :- পার্ব্বনের পর, জারর পর, ঋতুরাজ পর
পর শব্দের অর্থ ঋতুভেদে ষড় ঋতু।

(ঙ) সেই সময়কার কতগুলি প্রবাদ বাক্য :-
(১) খাল পালর দ্যৌগ (নোয়া হেইমাক অহানে আগে আগরে খালপাল করতারা।
(২) মাহা উৎপাত (বুইচালখানে ঘরবাড়ী বাগিয়া মাহা উৎপাত করিল)
(৩) গাহারি খাউরা (অতি ভোজী)
(৪) খেতকরা দ্যৌগ (তিলতিল করিয়া সৌন্দর্য্যের প্রতীক)
পারা মাংকরিয়া (অজ্ঞাত সারে)
(৫) বেলিটিকর ছাগ (অতি বেটে মানুষ, বামন)
(৬) পিৎ মরকছিগ (দেখতে ছোট কিন্তু তেজ বেশী)
(৭) কেথকপা নাচা (ইহার সমার্থক শব্দ বাংলাতে নাই)
(৮) সাহাদেবর বল্ডাগ (অবাধ্য ছেলে বা গোকুলের ষাঁঢ়)
(৯) নুঙেইপার নুঙেই (আনন্দ অর্থ মিলে সর্ম্মার্থ বাহির হয় না)
(১০) শ্মশানের দ্যৌগ (অতি বিশ্রী চেহারা)
(১১) ডেমগৎ বাগুরা (অংকুরে বিনষ্ট)
(১২) গাঢ় ডিঙদৌরা (অতি দর্পী)
(১৩) চেপেৎক নাপুইল (অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হওয়া)
(১৪) মিলক খাকুরা (বার বার বিবাহের পর স্ত্রীর মৃত্যু)
(১৫) মালক খাকুরা (জন্মের পরপরই যার মৃত্যু)
(১৬) না মরু কুরা (যাহার সহজে মৃত্যু হয় না)
(১৭) মরকিয়ে না খাকুরা (অভিশাপ বিশেষ, মড়কে যাহার মৃত্যু হয় না। ঘটাতে পারে না)
(১৮) ঘেঙিতিকর পিতক (ভবঘুরে পুত্র)
(১৯) খাউরি বা খাউরা (যে প্রত্যেক কথার ফাঁক খুঁজিয়া খোঁচা দিয়া কথা বলে)
(২০) বকাউরা (যে বকবক করিয়া কথা বলে)
(২১) হুকানা মরকছিগ (যত চর্ব্বণ করা যায় ততই সার বস্তু বাহির করে যে)
(২২) বুড় দিয়া পানি পি (অন্যের অজ্ঞাতে সার সংগ্রহ করা)
(২৩) ভুড়াঠার দের (বয়সে বালক বচনে নয়)
(২৪) কুচিয়া বুদ্ধি (গা ডাকা য়িা মতলব হাসিল)

(২৫)গিথেই (বড় বোন বা বড় যা)

ইত্যাদি আরও প্রচলিত প্রবাদ বাক্য ধনপতি যুবরাজের মনিপুর আগমনের সময় হইতে প্রচলিত।

কবির ভাষায় :-

"আপনারে বড় বলে বড় সেই নয়
লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়"।

কোন জাতের মৌলিকত্ব নির্ণয় করা যায় স্বরূপ লক্ষণে ও তঠস্থ লক্ষণে। নিম্নে তুলনামূলক ছক প্রদত্ত হইল। পাঠকবর্গ আদি মনিপুরী নির্ণয় করিবেন।

	বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী	খায়া মনিপুরী
(১)	শ্যাম বর্ণ, বুকে লোম ও মুখে গোফ দাড়ি আছে। চুল মসৃণ	পীত বর্ণ, বুকে ও মুখে গোফ দাড়ি নাই। চুল খাড়া ও অমসৃণ।
(২)	মনিপুর ও বিষ্ণুপুর নামকরণ দ্বাপর যুগের। সেই অঞ্চলের অধিবাসী মনিপুরী, বিষ্ণুপুরী, বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণু প্রিয় যাহাদের। ইহা ককেশিয়ান শব্দ। চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রীয় রাজা ব্রম্ম বাহন ও হস্তিনা হইতে আগত ক্ষত্রিয়ের বংশধর যশোবন্ত সিংহ, মান সিংহ, রনজিত সিংহ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়ের বংশধর বলিয়া সিংহ লিখিয়া থাকে।	নংখ্রাং পুরে ডুব দেওয়ার পর ধর্ম প্রচারক কর্তৃক প্রদত্ত নাম মঙ্গোলিয়ান শব্দের সহিত ইহার কোন সাদৃশ নাই বা দেখাইতে পারা যাইতেছে না। তিব্বতীয় ব্রম্মশাখার কুকী চীন মনিপুরী দর্পন পত্রিকা মতে। মনিপুরের কুকী চীন নহে। নামের পিছনে কেহ সিংহ লিখেন আবার কেহ কেহ লিখেন না। যাহারা লিখেন তাহারা সিংহ শব্দ কোথা হইতে পাইল?
	ধর্ম :- সুদুর আসাম ত্রিপুরা ও সিলেট অঞ্চলের বিষ্ণুপ্রিয়ারা একই ধর্মের বৈদিক আচার আচরণ প্রতিপালন করিয়া থাকেন।	কেহ কেহ বিষ্ণু উপাসক, বৈদিক আচার আচরণ পালন করেন। অন্যেরা অন্য উপাসক হইলেও বৈদিক আচরণের দিনগুলিতে বৈদিক দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকেন। স্বতন্ত্র দিনে করেন না। যেমন শারদীয় ও বাসন্তী পূজার দিনে ইসাবেল এর পূজা করেন। ইহাতে ব্রাম্মণ ও তুলসী পত্রের বদলে অন্য এক প্রকার পাতায় ব্রাম্মণ ছাড়া পূজা করিয়া থাকেন।
	স্থিতিশীলতা :- শ্রী গীতা শাস্ত্রে লেখা আছে :- যদ যদাচিত শ্রেষ্ঠো স্তত তৈবেত জনা স যৎ প্রমানং কুরুতে লোক তদনু বর্ততে শ্রী গীতার মতে পূর্ব্ব পুরুষ যে আচরণ করিয়া গিয়াছেন পরবর্তী	ধর্ম্মের স্থিতিশীলতা নাই। আদিতে যে ধর্ম ছিল তাহা ত্যাগ করিয়া রামাউতি ধর্ম, তারপর বৈষ্ণব ধর্ম (বৈদিক ধর্ম) ইদানিং গৌর ধর্ম্মে, পুত্র অন্য ধর্ম্মে। এমনিভাবে ধর্ম্মের স্থিতিশীলতা না দেখিয়া বৈদিক ব্রাম্মণ

	বংশধরগণ সেই আচরণ পালন করিতে তৎপর। মনিপুর হইতে আগমনের পর এই দেশকে আপন ভাবিয়া নিজ নিজ গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া চলিতেছেন।	তাহাদের ভিটামাটি ও সেবকগণ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেছেন।
	মনোভাব :- শ্রী গীতাতে আছে :-	
	বদোৎ সত্যম, বদোৎ প্রিয়ম ন বদোৎ সত্যম অপ্রিয়ম শ্রী গীতার এই বাক্য পালন করিয়া আসিতেছেন তাহাদিগকে সহোরে অর্থাৎ ইস্ফাল সেচা বলে। বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীরা সিলেট রেডিও সেন্টারে উভয় দল মিলিয়া যে সব সর্ত করা হইয়াছিল তাহা পালন করিয়া আসিতেছেন	সিলেট রেডিও সেন্টারে সর্তাবলী থাকা সত্বেও খায়ারা বিষ্ণুপ্রিয়া অনুষ্ঠান বন্ধের জন্য আবেদন নিবেদন করিতেছেন।

উপসংহার :-

আসুন বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী ও খায়া মনিপুরী আবাল বৃদ্ধ বনিতা, আমরা আদি কালের মত একতাবদ্ধ হইয়া এই দেশে এই দেশবাসীর সঙ্গে সুখে দুঃখে ভ্রাতৃপ্রতিম ভাবে বসবাস করি। আমাদের কৃষ্টি কালচার দেখাইয়া এ দেশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

আমার পরিস্থিত বস্ত্র সদ্য ধৌত পবিত্র। ইহাতে যদি সামান্য মল বা মূত্র লাগে তাহা হইলে এই ধৌত বস্ত্র উপাসনার সময় ব্যবহার করিতে পারিব না। অনুরূপ ভাবে বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী ও খায়া মনিপুরী দের মধ্যে সমঝোতার অভাব জনিত মল বা মূত্র লাগিয়া এই পবিত্র মনিপুরী জাতিকে অপবিত্র করিয়াছে।

আসুন বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী ও খায়া মনিপুরী ভাই বোনেরা বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী ভাষার এই গান গাহিয়া পরিসমাপ্তি ঘোষণা করি। বিগত মনিপুরী পত্রিকার ১৯৩০ ইং সম্পাদক ডাঃ লৈরেন বাবু, তনু বাবু কিরান খান,

মহেন্দ্র বাবু মাঝিগ, হরিদাস কুরাল খান (বৈঠা)
ঢেউ কাপিয়া সালাইমে নৌগ, আহ আহ বিষ্ণুপৃয়া ও খায়া মনিপুরী জয় বিষ্ণু
বুলিয়া উঠেই হাবি হান।